কি করবেন

- তুঁত ডাল সকালে অথবা বিকেলে ধারালো কাস্তে / ব্লাশ কাটার দিয়ে কাটতে হবে।
- কাটা ডালপাতা খাড়া করে ভিজে চট জড়িয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- পলুর সুষম বৃদ্ধির জন্য প্রতি বর্গ ফুটে ৫০ থেকে ৭০ টা পলু রাখা বাঞ্ছনীয়।
- ছোট বা রোগগ্রস্ত পলু বেছে বাদ দিতে হবে।
- পলু রোগ প্রতিরোধের সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
- ৪০ শতাংশের বেশী পলু পেকে গেলে প্লাস্টিক কোলাপসিবল মাউন্টেজ ব্যবহার করতে হবে।

কি করবেন না

- পলুর পাতা খাওয়া অবস্থায় বেড পরিশোধক দেবেন না।
- বেড পরিশোধক ব্যবহারের পরে পাতা দিতে দেরী করবেন না।

তাক পদ্ধতিতে বাড়তি লাভ

কার্যক্রম	ট্রে পদ্ধতি	তাক পদ্ধতি	লাভ
মজুরি (@ ২৫০/- প্রতিদিন)	৩৯ টি	৩০ টি	৯ টি
গুটির পরিমান (কেজি/১০০ ডিম) @ ২৫০/-প্রতি কেজি	৫০	৫৫	৫
আনুমানিক বাড়তি আয় ৩৫০০ টাকা প্রতি ১০০ ডিমে।			

তাক পদ্ধতির সুবিধা

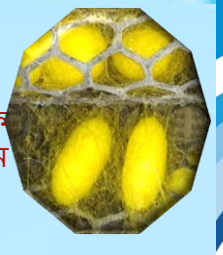

- পলু পালন করা সহজ।
- ভারী ডালা ওঠানো নামানো ও দৈনিক কাসার করার মত কঠোর পরিশ্রম সাধ্য কাজ পরিহার করা যায়।
- পাতা অনেকক্ষণ সজীব থাকে।
- পলু বেডে ভালভাবে বায়ু চলাচল করে।
- ভালভাবে পরিচ্ছনতা রক্ষা করা যায়।
- শ্রম সাশ্রয় হয়।
- আনুষঙ্গিক সংক্রমনের সম্ভাবনা অনেক কমে যায় ।
- ১০০ ডিম প্রতি প্রায় ৫ কেজি বেশি গুটি উৎপাদন করা যায় ।
- গুটির গুনগত মান বৃদ্ধি পায়।
- লাভের পরিমান বেশি হয়।

ড: তপতী দত্ত বিশ্বাস, ড: শফি আফরোজ ও ড: ভি. শিবপ্রসাদ

অধিক জানতে যোগাযোগ করুন :

অধিকর্তা, কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান,
বহরমপুর-৭৪২১০১,পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: (03482) 224713 ফ্যাক্স :03482-224714/224890;
ই-মেল: csrtiber@csb.gov.in / csrtiber@gmail.com ;
ওয়েবসাইট: www.csrtiber.res.in

Pamphlet No.71 @CSR&TI,Berhampore Jan, 2020

তাক পদ্ধতিতে পলুপালন

সিএসআরটিআই

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
বহরমপুর-৭৪২১০১, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

তাক পদ্ধতিতে পলুপালন

প্রচলিত ডালা/ ট্রে পদ্ধতিতে পলুপালনের বদলে তাক পদ্ধতিতে ডাল সমেত পাতা পলুপোকার খাবার হিসাবে ব্যবহার করলে ভালো মানের ও বেশী গুটি পাওয়া যায়। তাক পদ্ধতিতে পলুপালন করলে গুটি উৎপাদনের খরচ ও কমে এবং ভারী ডালা ওঠানো নামানো ও দৈনিক কাসার করার মত পরিশ্রম সাধ্য কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।তে কলোপ পর্যন্ত ডালা/ ট্রে পদ্ধতিতে পলুপালন করে পলুর চতুর্থ দশা থেকে তাক পদ্ধতিতে পলুপালন করা যায় এবং পলু পেকে গেলে তাকের মধ্যেই প্লাস্টিক মাউন্টেজ ব্যবহার করে গুটি পাকানো যায়।

প্রচলিত ডালা পদ্ধতি

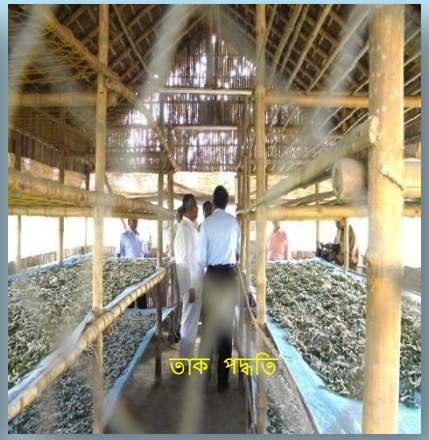
তাক পদ্ধতি

তাক তৈরীর পদ্ধতি

- পলু পালনের তাক বাঁশ, কাঠ, শক্ত প্লাস্টিক বা লোহা দিয়ে তৈরী করা যায়।
- তাকগুলি দৈঘে ২৪ ফুট, প্রস্থে ৫ ফুট হয় এবং দুটি তাকের মধ্যে ২ ফুট দূরত্ব রেখে প্রয়োজন মত ৩ থেকে ৫ টি তাক তৈরী করা যায়।
- একশ ডিমপালনের জন্য ৬০০- ৭০০ বর্গ ফুট জায়গা দরকার (প্রতি বর্গ ফুটে ৭০ টি পলু)
- কাঠামো তৈরীর পরে নাইলন দড়ি, নাইলন নেট বা GI তার দিয়ে তাক তৈরী করে তার উপরে খবর কাগজ বিছিয়ে পলু দিতে হবে।

ডাল পাতা পদ্ধতিতে ফিডিং

- ৫০- ৬০ দিন বয়সের তুঁত গাছের ডাল এদিক ওদিক করে তাকের মধ্যে পলুর বেডে দিতে হবে।
- দিনে ২ থেকে ৩ বার ফিডিং যথেষ্ট।
- পলু রহার আগে ডাল পাতার পরিমান কমাতে হবে।

পলুর সুরক্ষা:

- পলুর বেডে সুপারিশ করা কার্যসূচী অনুযায়ী পরিশোধক হিসাবে ল্যাবেক্স অথবা বিজেতা পাউডার অবশ্যই ছড়িয়ে দিতে হবে।
- পলু বেডে খাবার উপযোগী পাতা থাকলে বেড পরিশোধক ব্যবহার উচিৎ নয়।

১০০ ডিমে বেড পরিশোধকের পরিমাণ	
পলুর দশা	**পরিমাণ (গ্রাম)**
প্রথম রহার পর	১০০ গ্রাম
দ্বিতীয় রহার পর	২৫০ গ্রাম
তৃতীয় রহার পর	৭৫০ গ্রাম
চতুর্থ রহার পর	১৫০০ গ্রাম
পঞ্চম দশার চতুর্থ দিন	২৮০০ গ্রাম
মোট	**৫৪০০ গ্রাম=৫.৪ কেজি**

১০০ডিমের পরিণত পলুপালনের আদর্শ অবস্থা		
বিবরণ	**চতুর্থ দশা**	**পঞ্চম দশা**
তাপমাত্রা(°সেন্টিগ্রেড)	২৪-২৫	২৩-২৪
আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭০-৭৫	৬৫-৭০
ফিডিং পদ্ধতি	ডাল সহ পাতা	
বেডের পরিমাপ (বর্গ ফুট)		
প্রথমে	১৯০	৩৮০
শেষে	৩৮০	৭০০
ডাল পাতার পরিমান (কেজি)	৫২৫	২৬৩০